পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় সার্বিক আর্থিক ও মূল্য স্থিতিশীলতার জন্য যথাযথ সতর্কতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২১-২২ বছরের জন্য মুদ্রানীতি ভঙ্গি (stance) প্রণয়ন করে। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ সামষ্টিক অর্থনীতি এবং আর্থিক অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। প্রক্ষেপিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও ভোক্তা মূল্যসূচক ভিত্তিক সাধারণ গড় মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত হয়েছে ১৫.০ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি সংকুলান করা হয়েছে ১৭.৮ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য রিজার্ভ মুদ্রা, নীট বৈদেশিক সম্পদ ও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১০.০ শতাংশ, ১০.৩ শতাংশ ও ১৬.৫ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ ব্যাপক মুদ্রা, রিজার্ভ মুদ্রা এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯.৫ শতাংশ, ৭.৩ শতাংশ এবং ১৩.৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই মাসে ছিল যথাক্রমে ১৩.৪ শতাংশ, ১৯.৯ শতাংশ এবং ৮.৮ শতাংশ। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ব্যাপক হ্রাসের ফলে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। ঋণাত্মক বাণিজ্যিক ভারসাম্য এবং রেমিট্যান্সের নিম্নমুখী ধারার ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষের ৩০.৪ শতাংশ হতে অধিক পরিমাণে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ দাঁড়ায় -০.৫ শতাংশ। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে দাঁড়িয়েছে ১২.৭ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই মাসে ছিল ৮.৭ শতাংশ। সরকারের চলমান সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ করে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ২০২২ সালের জুন শেষে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বার্ষিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল যথাক্রমে ৩২.৫ শতাংশ ও ১৪.৮ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৮.১ শতাংশ ও ১০.৯ শতাংশ, যেখানে ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষে উক্ত খাতে প্রকৃত ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৮.৩ শতাংশ ও ৮.৯ শতাংশ। ঋণ এবং আমানতের সুদ হার এ নিম্নগামী ধারা বজায় রয়েছে। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে ৭.৪৮ শতাংশ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ৭.১০ শতাংশে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষের ৪.৪৪ শতাংশ থেকে হ্রাস ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ৪.০২ শতাংশে পৌঁছায়। ২০২১-২২ অর্থবছরের শুরুতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই উভয় বাজারের বাজার মূলধন ও মূল্যসূচক বৃদ্ধি পায়। তবে অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে মূল্যসূচকে কিছুটা অস্থিরতা (volatility) পরিলক্ষিত হয়। ডিইসি'র বাজার মূলধন ও ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) জুন, ২০২১ শেষের তুলনায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৫.৭২ শতাংশ এবং ৯.৫৮ শতাংশ। একই সময়ে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর বাজার মূলধন ও সার্বিক মূল্য সূচক বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৭.২৭ শতাংশ এবং ১০.৩৭ শতাংশ।

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার বিদ্যমান সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী (expansionary and accommodative) মুদ্রানীতি চলমান রাখার পাশাপাশি সার্বিক আর্থিক ও মূল্য স্থিতিশীলতার জন্য যথাযথ সতর্কতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২১-২২ বছরের জন্য মুদ্রানীতি ভঙ্গি (stance) প্রণয়ন করে। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ সামষ্টিক অর্থনীতি এবং আর্থিক অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে।

কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যাপ্ত মুদ্রা ও ঋণ যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক আর্থিক কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। বিনিময় সমীকরণের ভিত্তিতে (Equation of exchange) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার যোগফল থেকে প্রাপ্ত নমিনাল বা বাজার মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার সাথে অর্থের আয় গতির পরিবর্তন সমন্বয়পূর্বক ব্যাপকমুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, মুদ্রানীতির হাতিয়ারসমূহ (monetary nstruments) ও খোলা বাজার কার্যক্রম ব্যবহার করে রিজার্ভ মুদ্রার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যাপক মুদ্রার বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।

চলতি অর্থবছরের জন্য গৃহীত সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতির ব্যাপক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ধরনের

পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত কম খরচে ব্যাংকগুলোর তহবিল প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও সুদহার করিডোর (রেপো এবং রিভার্স রেপো হারের মধ্যে ব্যবধান) যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে রেপো সুদহার ৫০ বেসিস পয়েন্ট এবং রিভার্স রেপো সুদহার ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৩০ জুলাই ২০২০ হতে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদের হার যথাক্রমে ৪.৭৫ ও ৪.০০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এসকল হার ২০২১-২২ অর্থবছর এ অপরিবর্তিত রয়েছে।

চলমান সুদহার যৌক্তিকীকরণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিগত ১৭ বছর যাবৎ (২০০৩ সাল থেকে) অপরিবর্তীত থাকা ব্যাংক রেট ১০০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৪.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, অভ্যন্তরীণ এবং অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর) ৫.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে যথাক্রমে ৪.০ শতাংশ ও ২.০ শতাংশ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এফআই) জন্য সিআরআর ২.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। এসকল হার ২০২১-২২ অর্থবছরেও একই রয়েছে।

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money), ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭.২৫ শতাংশ, ৯.৪৫ শতাংশ এবং ১২.৪৭ শতাংশ। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক এর নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাসের ফলে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। সারণি ৫.১-এ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(সময় শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	ফেব্রু' ২১	ফেব্রু' ২২
সংকীর্ণ মুদ্রা	৩২.১০	১৩.০১	৬.১৭	৭.২২	২০.১১	১৪.৪৯	১৯.১৯	১২.৪৭
ব্যাপক মুদ্রা	১৬.৩৫	১০.৮৮	৯.২৪	৯.৮৮	১২.৬৪	১৩.৬২	১৩.৩৫	৯.৪৫
রিজার্ভ মুদ্রা	৩০.১২	১৬.২৮	৪.০৪	৫.৩২	১৫.৫৬	২২.৩৫	১৯.৭২	৭.২৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)

সংকীর্ণ মুদ্রা ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে ১৪.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২০.১১ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৪৭ শতাংশ, যা পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯.১৯ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রার উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৪.৫৩ শতাংশ ও তলবি আমানত ৯.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূতমুদ্রা) ১৪.৫৩ শতাংশ এবং তলবি আমানত ২৫.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্যাপক মুদ্রা (এম২)

ব্যাপক মুদ্রার স্থিতি জুন ২০২১ শেষে ১৫,৬০,৮৯৫.৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০২০ শেষে ছিল ১৩,৭৩,৭৩৫.১ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে) ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬,২০,৯৩৬.৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৩৫ শতাংশ। আলোচ্য অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় মেয়াদি আমানত ৮.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষে ১১.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণি-৫.২-এ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২-এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা (এম২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা অবদান উপস্থাপন করা হলো।

লেখচিত্র ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা
(বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

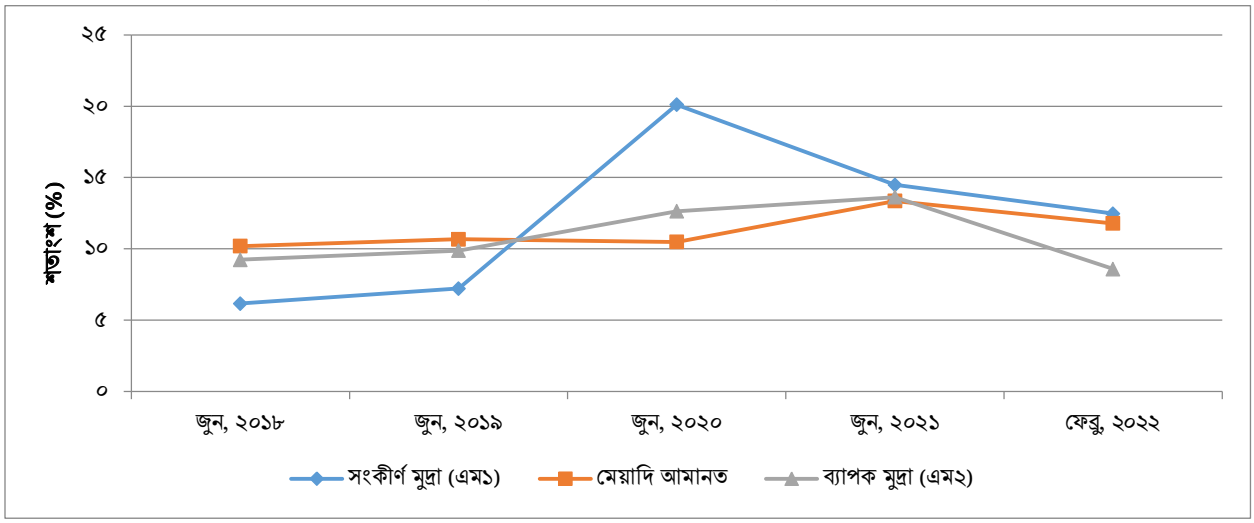

সারণি ৫.২:মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন, ২০১৮	জুন, ২০১৯	জুন, ২০২০	জুন, ২০২১	ফেব্রু, ২০২১	ফেব্রু, ২০২২
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৪৬৭৪.৪	২৭২৩৯৯.৫	২৯৭৩৩৬.২	**৩৮২৩৩৭.৫**	**৩৬১৭৩১.০**	**৩৬২৬৬৬.৪**
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৮৪৫৩০৬.৬	৯৪৭২১২	১০৭৬৩৯৯	**১১৭৮৫৫৭.৮**	**১১১৯২০২.১**	**১২৫৮২৭০.৩**
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[১/]	১০২১৬২৭	১১৪৬৮৮৫	১৩০৭৬৩৪	**১৪৩৯৮৯৯.০**	**১৩৬৪৫০৪.২**	**১৫৪৬২৪০.৩**
১) সরকারি খাত (নীট)	৯৪৮৯৫.১	১১৩২৭৩.৪	১৮১১৫০.৭	**২২১০২৫.৯**	**১৭৯৫১১.৫**	**২৩১৪৬৭.৫**
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১৯২০০	২৩৩৫৫.৬	২৯২১৫.১	**৩০০১৭.৮**	**৩১৪৮২.১**	**৩৫৯১৬.৯**
৩) বেসরকারি খাত	৯০৭৫৩১.৫	১০১০২৫৬	১০৯৭২৬৮	**১১৮৮৮৫৫.৩**	**১১৫৩৫১০.৬**	**১২৭৮৮৫৫.৯**
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৭৬৩২০	-১৯৯৬৭৩	-২৩১২৩৫	**-২৬১৩৪১.২**	**-২৪৫৩০২.১**	**-২৮৭৯৭০.০**
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	২৫৪৮৯৩.৭	২৭৩২৯৩.৪	৩২৮২৬৩.৯	**৩৭৫৮২৮.৭**	**৩৩০৫৪৯.৯**	**৩৭১৭৭৩.৭**
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৪০৯১৭.৫	১৫৪২৮৭	১৯২১১৪.৫	**২০৯৫১৭.৭**	**১৮৫৩৩২.৮**	**২১২২৭০.২**
খ) তলবি আমানত[২/]	১১৩৯৭৬.৩	১১৯০০৬.৪	১৩৬১৪৯.৪	**১৬৬৩১১**	**১৪৫২১৭.১**	**১৫৯৫০৩.৫**
৪. মেয়াদি আমানত	৮৫৫০৮৭.৩	৯৪৬৩১৮.১	১০৪৫৪৭১	**১১৮৫০৬৬.৬**	**১১৫০৩৮৩.২**	**১২৪৯১৬৩.০**
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২){(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১১০৯৯৮১	১২১৯৬১২	১৩৭৩৭৩৫	**১৫৬০৮৯৫.৩**	**১৪৮০৯৩৩.১**	**১৬২০৯৩৬.৭**
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	-০.৭৬	২.৯২	৯.১৫	**২৮.৫৯**	**৩০.৩৬**	**০.২৬**
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১২.৮০	১২.০৬	১৩.৬৪	**৯.৪৯**	**৮.৭৬**	**১২.৪৩**
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৪.৭০	১২.২৬	১৪.০২	**১০.১১**	**৯.০৬**	**১৩.৩২**
১) সরকারি খাত (নীট)	-২.৫১	১৯.৩৭	৫৯.৯২	**২২.০১**	**১০.৬৪**	**২৮.৯৪**
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১১.১১	২১.৬৪	২৫.০৯	**২.৭৫**	**৪.৮২**	**১৪.০৯**
৩) বেসরকারি খাত	১৬.৯৪	১১.৩২	৮.৬১	**৮.৩৫**	**৮.৯৩**	**১০.৮৭**
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	২৪.৭৯	১৩.২৪	১৫.৮১	**১৩.০২**	**১০.৪১**	**১৭.৩৯**
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	৬.১৭	৭.২২	২০.১১	**১৪.৪৯**	**১৯.১৯**	**১২.৪৭**
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	২.৪৬	৯.৪৯	২৪.৫২	**৯.০৬**	**১৪.৫৩**	**১৪.৫৩**
খ) তলবি আমানত	১১.১৫	৪.৪১	১৪.৪১	**২২.১৫**	**২৫.৭১**	**৯.৮৪**
৪. মেয়াদি আমানত	১০.১৯	১০.৬৭	১০.৪৮	**১৩.৩৫**	**১১.৭৮**	**৮.৫৯**
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	৯.২৪	৯.৮৮	১২.৬৪	**১৩.৬২**	**১৩.৩৫**	**৯.৪৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ ১/ ক্রমপুঞ্জিভূত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত।

লেখচিত্র ৫.২: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানভিত্তিক বিভাজন

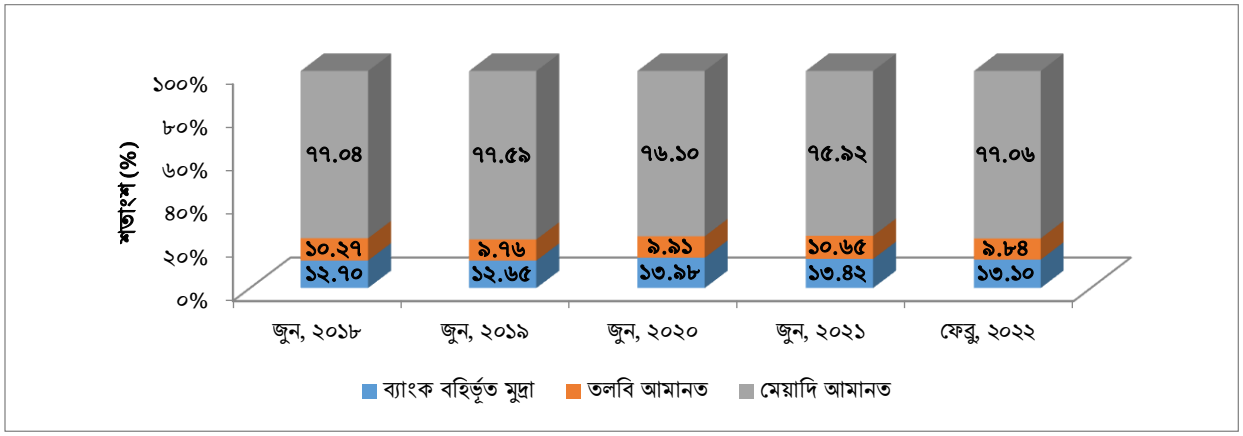

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০২০-২১ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১০.১১ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.০২ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৩.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ৯.০৬ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১০.৮৭ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৯৩ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ বৃদ্ধি পায় ২৮.৯৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ১০.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে সরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ১৪.৯৭ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ৮২.৭১ শতাংশ, যা জুন ২০২১ শেষে ছিল ৮২.৫৭ শতাংশ।

রিজার্ভ মুদ্রা

২০২০-২১ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি দাঁড়ায় ৩,৪৮,০৭১.৮ কোটি টাকা, যা ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে ছিল ২,৮৪,৪৮৩.৪ কোটি টাকা। জুন ২০২০ এর তুলনায় জুন ২০২১ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ২২.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৫.৫৬ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,২২,২৮৫.১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরদিকে, ২০২০-২১ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ২৮.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ১১.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষে ৩৩.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণি-৫.৩-এ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ এবং সারণি-৫.৪-এ রিজার্ভ মুদ্রার উৎসভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০১৮	জুন, ২০১৯	জুন, ২০২০	জুন, ২০২১	ফেব্রু, ২০২১	ফেব্রু, ২০২২
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	১৫৪৯৪০.৫	১৭০৩৮৭.১	২০৮০৯৪.১	২২৬৮৮৮.৩	২০৩৩৮১.৮	২৩২৮৭৪.৬
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৭৮০৪৩.৪	৭৫০১২.১	৭৫৭৬৮.৩	১২০৫৯৭	৯৬৫৫২.৯	৮৮৯১৬.৭
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৭৫৯.১	৭৮৮.৫	৬২১	৫৮৬.৫	৫৫৮.৭	৪৯৩.৮
৪. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২+৩)	২৩৩৭৪৩.০	২৪৬১৮৭.৭	২৮৪৪৮৩.৪	৩৪৮০৭১.৮	৩০০৪৯৩.৪	৩২২২৮৫.১
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	২.৪৩	৯.৯৭	২২.১৩	৯.০৩	১৬.০৭	১৪.৫০

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০১৮	জুন, ২০১৯	জুন, ২০২০	জুন, ২০২১	ফেব্রু, ২০২১	ফেব্রু, ২০২২
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৭.৩০	-৩.৮৮	১.০১	৫৯.১৭	২৮.৭৬	-৭.৯১
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	১৪.৭৫	৩.৮৭	-২১.২৪	-৫.৫৬	-২৮.৩৩	-১১.৬২
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	৪.০৪	৫.৩২	১৫.৫৬	২২.৩৫	১৯.৭২	৭.২৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রার উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০১৮	জুন, ২০১৯	জুন, ২০২০	জুন, ২০২১	ফেব্রু, ২০২১	ফেব্রু, ২০২২
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫৩৫০৯.৮	২৫৭১৯৫.৪	২৮৬০৪০.৯	৩৬৬৯১৭.৩	৩৪৭১৪৮.৬	৩৫১৮১৩.১
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-১৯৭৬৬.৮	-১১০০৭.৭	-১৫৫৭.৫	-১৮৮৪৫.৫	-৪৬৬৫৫.২	-২৯৫২৮.০
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	৩৫৬৬৮.৭	৪৩৭৪৫.৮	৬৩৭৭৬.৪	৪৫২৯৪.৬	১৬০৮১.৩	৩২৮৯৩.৬
ক.১. সরকারের নিকট	২২৫৭২.২	৩১১৮৯.০	৪২১১৭.১	১৭২৮৫.৫	-১১৩১৬.৮	৮০৫৮.৫
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	২৩৬৭.৮	২৩৮০.৪	২৫৫১.৯	৩২১৮.১	৩১৮২.৯	৩৪৮৫.২
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	৫৫৮২.৫	৫৩৮৬.৯	১৩৭৬৪.৯	১৮৯৫২.৩	১৮৮৩৯.৯	১৫৫৮৩.৩
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৫১৪৬.২	৪৭৮৯.৫	৫৩৪২.৫	৫৮৩৮.৭	৫৩৭৫.৩	৫৭৬৬.৬
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৫৫৪৩৫.৫	-৫৪৭৫৩.৫	-৬৫৩৩৩.৯	-৬৪১৪০.১	-৬২৭৩৬.৫	-৬২৪২১.৬
৩. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২)	২৩৩৭৪৩.০	২৪৬১৮৭.৭	২৮৪৪৮৩.৪	৩৪৮০৭১.৮	৩০০৪৯৩.৪	৩২২২৮৫.১
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	০.৫৯	১.৪৫	১১.২২	২৮.২৭	৩৩.৩৪	১.৩৪
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-২৭.৭৭	-৪৪.৩১	-৮৫.৮৫	১১০৯.৯৮	৩৯৮.৭৩	-৩৬.৭১
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৪১.৭৩	২২.৬৪	৪৫.৭৯	-২৮.৯৮	-৬৬.৬৫	১০৪.৫৫
ক.১. সরকারের নিকট	৭৩.৯৩	৩৮.১৭	৩৫.০৪	-৫৮.৯৬	-১৪২.৯৮	-১৭১.২১
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	৯.৭৩	০.৫৩	৭.২০	২৬.১১	২৩.৬১	৯.৫০
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	১০.৪৫	-৩.৫০	১৫৫.৫৩	৩৭.৬৯	৩০.৪৭	-১৭.২৯
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৩.৪১	-৬.৯৩	১১.৫৫	৯.২৯	১০.১৭	৭.২৮
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	৫.৫২	-১.২৩	১৯.৩২	-১.৮৩	৮.৯৬	-০.৫০
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	৪.০৪	৫.৩২	১৫.৫৬	২২.৩৫	১৯.৭২	৭.২৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২০-২১ অর্থবছর শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ২৪,৮৩১.৬ কোটি টাকা হ্রাস পায়, যা ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে ১০,৯২৮.১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ৫,১৮৭.৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮,৩৭৮.০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ১৯,৩৭৫.৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৩৭,৬৪৫.৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ৩,২৫৬.৬ কোটি টাকা হ্রাস পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৪,৩৯৯.৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ৩০২.৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৬০৮.০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

মুদ্রার গুণক সাধারণত ব্যাংক, গ্রাহক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আচরণগত পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে যা রিজার্ভ-আমানত অনুপাত (Reserve-deposit ratio) এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত (Currency-deposit ratio) এর পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। মুদ্রার গুণক ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৪.৮৪ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে দাঁড়িয়েছে ৪.৪৯-এ। রিজার্ভ-আমানত অনুপাত ২০১৯-২০ অর্থবছরের ০.০৭৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ০.১০২-এ উন্নীত হওয়ায় মূলত এসময়ে মুদ্রার গুণক হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, মুদ্রা-আমানত অনুপাত ২০১৯-২০ অর্থবছরের ০.১৬৩

থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ০.১৫৫-এ হ্রাস পেয়েছে। এ দুটি আনুপাতের হ্রাসের কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে মুদ্রার গুণক হ্রাস পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মুদ্রা গুণক ৫.০৩০ এ দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত দাঁড়ায় যথাক্রমে ০.০৭৮ ও ০.১৫১।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি হ্রাস পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে দাঁড়ায় ২.৩১ শতাংশ যা ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে ছিল ২.৩১ শতাংশ । সারণি ৫.৫ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ যথাক্রমে মুদ্রার আয় গতি ও জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি-৫.৫: মুদ্রার আয় গতি

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)	ব্যাপক মুদ্রা (M২) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M২)	জিডিপি'র শতকরা হিসাবে ব্যাপক মুদ্রা
২০১৫-১৬	২০৭৫৮.২	৯১৬৩.৮	২.২৭	৪৪.১৫
২০১৬-১৭	২৩২৪৩.১	১০১৬০.৮	২.২৯	৪৩.৭২
২০১৭-১৮	২৬৩৯২.৫	১১০৯৯.৮	২.৩৮	৪২.০৬
২০১৮-১৯	২৯৫১৪.৩	১২১৯৬.১	২.৪২	৪১.৩২
২০১৯-২০	৩১৭০৪.৭	১৩৭৩৭.৪	২.৩১	৪৩.৩৩
২০২০-২১	৩৫৩০১.৮	১৫৬০৯.০	২.২৬	৪৪.২২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিবিএস । জিডিপি'র ভিত্তি বছল: ২০১৫-১৬।

লেখচিত্র ৫.৩: জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা

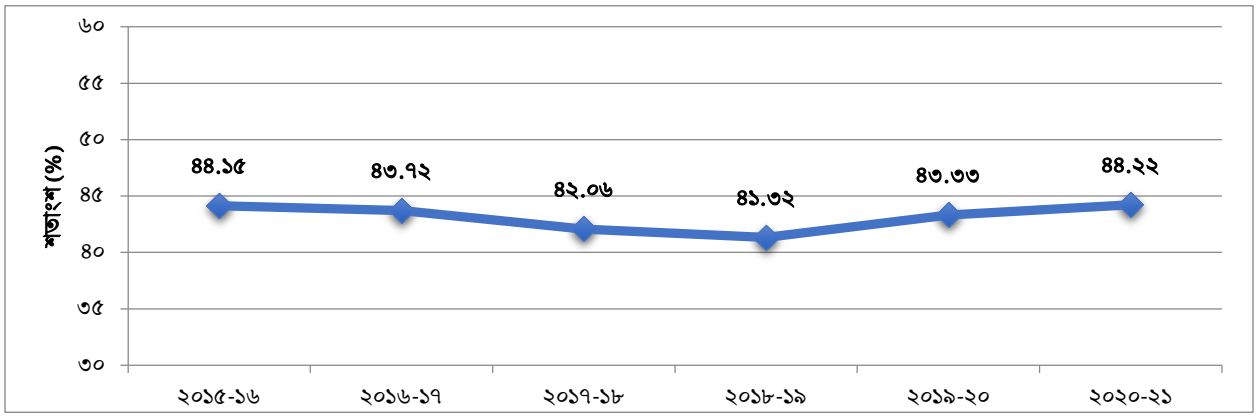

সুদের হার পরিস্থিতি

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদ হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সময় উপযোগী নির্দেশনা ২০২১-২২ অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। উৎপাদনশীল খাতসহ অন্যান্য খাতে ঋণের সুদ হার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তা ঋণ ছাড়া অন্যান্য ঋণ এবং আমানতের গড়-ভারিত সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) অর্থাৎ অনুর্ধ্ব ৪ শতাংশ পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত অন্যান্য সকল খাতে অশ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর উপর সুদ/মুনাফা হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ এবং আমানতের সুদ হার এ নিম্নগামী ধারা পরিলক্ষিত হয়। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষের ৭.৪৮ শতাংশ থেকে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়ে নভেম্বর ২০২১ শেষে ৭.১৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ডিসেম্বর ২০২১ শেষে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে পুনরায় ভারিত গড় ঋণ সুদ

হার হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ৭.১০ শতাংশে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হারে হ্রাসমান ধারা ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষের ৪.৪৪ শতাংশ থেকে আগষ্ট ২০২১ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সেপ্টেম্বর ২০২১ এ অল্প বৃদ্ধি পেলেও মূলতঃ হ্রাস প্রবণতা প্রদর্শন করে ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ৪.০২ শতাংশে পৌঁছায়। আলোচ্য ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষের ৩.০৪ শতাংশ থেকে মে ২০২১ এ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩.২৬ শতাংশে। পরবর্তীতে হ্রাসমান ধারা অব্যাহত রেখে ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে দাঁড়ায় ৩.০৮ শতাংশে। বাজার ভিত্তিক সুদহারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়া ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদ হার, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদ হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান লেখচিত্র- ৫.৪-এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৫.৪: ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা

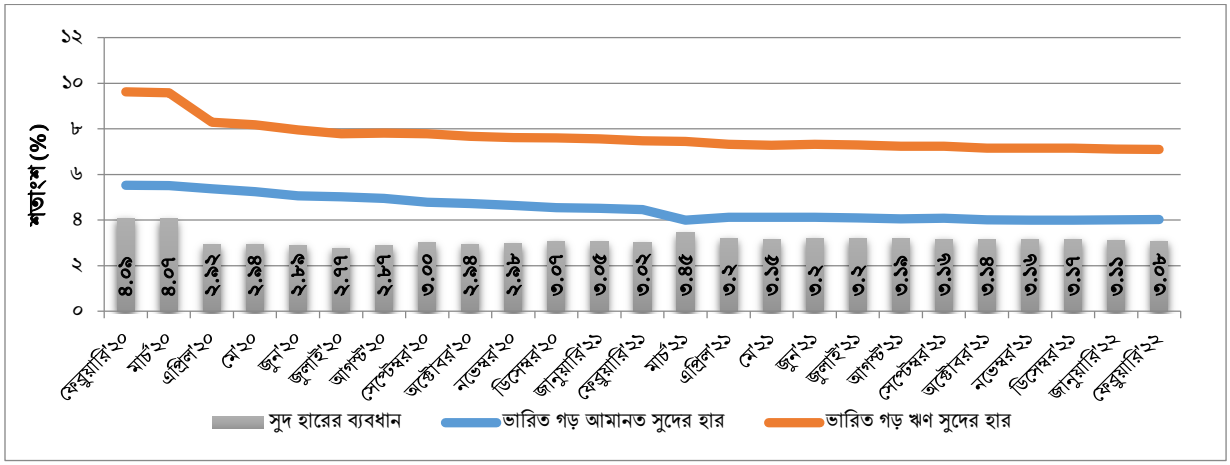

ব্যাংকিং খাত

ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৬১টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এছাড়া, তফসিলভুক্ত নয় এমন ৫টি ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংক গুলো হলো-আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী তফসিলিভুক্ত ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থার কাঠামো এবং ডিসেম্বর ২০২১ শেষে সম্পদের শতকরা অংশ ও মোট আমানতের শতকরা অংশ সারণি-৫.৬ এ সন্নিবেশিত হলো।

সারণি ৫.৬: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো
(ফেব্রুয়ারি, ২০২২ শেষে)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			মোট সম্পদের শতকরা অংশ*	মোট আমানতের শতকরা অংশ*
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট		
১। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬	১৭৬৫	২০৪৫	৩৮১০	২৪.৮৭	২৬.২৯
২। বিশেষায়িত ব্যাংক	৩	২৯৩	১২১৯	১৫১২	২.১৮	২.৭১
৩। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৩	৩৫০১	২০৫০	৫৫৫১	৬৭.৪০	৬৬.৭৭
৪। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৯	৬৫	০	৬৫	৫.৫৫	৪.২৩
মোট	৬১	৫৬২৪	৫৩১৪	১০৯৩৮	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * ডিসেম্বর ২০২১ শেষে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান।

ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৬১টি তফসিলি ব্যাংক ১০,৯৩৮টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত শাখার সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৫,৬৩৪টি (৫১.৪২%) ও ৫,৩১৪টি (৪৮.৫৮%)।

ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ব্যাংক ব্যবস্থার মোট সম্পদের ৬৭.৪০ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের এবং ২৪.৮৭ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্গত। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থার মোট আমানতের ৬৬.৭৭ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের এবং ২৬.২৯ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত রয়েছে।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৩৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বমোট ২৮৬টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৩৭টি জেলায় আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার ৯৭টি শাখা ঢাকায় এবং অবশিষ্ট ১৮৯টি শাখা ৩৬টি জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১২,০৩০.২৭ কোটি টাকা; তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮,৫৬০.৬৪ কোটি টাকা। এ সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ারহোল্ডারস ইক্যুয়িটির পরিমাণ ৭,২৬০.০৪ কোটি টাকা, মোট সম্পদ ৮৯,৬৫৫.৬৫ কোটি টাকা, মোট ডিপোজিটের পরিমাণ ৪৪,৪২০.৩২ কোটি টাকা, বিভিন্ন খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট বিতরণকৃত ঋণ/লিজের পরিমাণ ৬৭,৩৫৪.২২ কোটি টাকা এবং মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ১৩,০১৬.৫৯ কোটি টাকা যা মোট ঋণ/লিজের ১৯.৩৩ শতাংশ।

শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ ছাড়াও সাবসিডিয়ারি কোম্পানির মাধ্যমে দেশের পুঁজিবাজারে এসব প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করে থাকে। দেশের অ-ব্যাংক আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে শক্তিশালীকরণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও কর্পোরেট সুশাসন আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদশে ব্যাংক সময়ে সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ (গাইডলাইন্স প্রণয়ন, সার্কুলার ও সার্কুলার লেটার জারি) গ্রহণ করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রডাক্ট গাইডলাইন্স, কস্ট অব ফান্ড বা বেজ রেট নির্ণয় পদ্ধতি, কর্পোরেট সুশাসন ইত্যাদি বিষয়ে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ শ্রেণিকরণ ও সংস্থান সংরক্ষণ এবং পুনঃতফসিল বিষয়ক মাস্টার সার্কুলার, এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রদান, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ, জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিশেষ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত সার্কুলার ইত্যাদি।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)

প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় উন্নয়নশীল দেশের এগিয়ে চলার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি অন্যতম হাতিয়ার। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সংযোজনী ৫.১ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করার মাধ্যমে এর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের শক্তিশালী অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রন ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগীতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সংযোজনী ৫.২-এ দেয়া হলে।

আইনগত সংস্কার

ব্যাংকিং খাতের (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের) খেলাপী ঋণ পরিস্থিতির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ৫টি আইন যথাঃ (১) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১, (২) অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩, (৩) প্রস্তাবিত ফাইন্যান্স কোম্পানী আইন, ২০২০, (৪) নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১ এবং (৫) দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ পর্যালোচনা ও পরিমার্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের সুপারিশ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে উক্ত ৫টি আইন পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পর্যালোচনান্তে সুপারিশমালা চূড়ান্তকরণপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণার্থে খসড়া বিল আকারে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে 'ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০২১' জাতীয়

সংসদে পাস হয়েছে। উল্লেখ্য, ৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ থেকে আইনটি কার্যকর করা হয়েছে এবং 'ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ১৮৯১' রহিত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ২০২১-২২ অর্থবছরেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো (বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ ব্যতীত) সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করেছে। সমঝোতা স্মারক এর আওতায় ব্যাংকগুলোর দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন, শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাসকরণ, শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে নগদ আদায় নিশ্চিতকরণ, পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ সুদবাহী আমানত কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হ্রাসকরণ, ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান জোরদারকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান সমঝোতা স্মারকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এফডিবিপি (ফরেন ডকুমেন্টারি বিল পারচেজ) ক্রয়সহ ফোর্সড/পিএডি/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদে পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া, সমঝোতা স্মারকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা/শর্ত পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

ব্যাংকিং খাতে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রণীত 'Risk Management Guidelines for Banks' পরিমার্জন করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু অনুশীলন নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত তাদের পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি, ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং Chief Risk Officer (CRO) এর দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্দিষ্টকরণসহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো পুনর্বিন্যাসের নির্দেশনা উক্ত গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি গ্রহণ ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য Risk Appetite Framework -কে সুসংহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সুসংহত ও ঝুঁকি সহনশীল ব্যাংকিং খাত বিনির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সংযোজনী ৫.৩-এ দেয়া হলো।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজারে কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

- ব্যাংক রেট বিদ্যমান বার্ষিক ৫.০০ শতাংশ থেকে ১০০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৪.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক (ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসহ)-কে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায় এর নগদ জমা হার (CRR) বিদ্যমান দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে ন্যূনতম ৫.০ শতাংশ এবং দৈনিক ভিত্তিতে ন্যূনতম ৪.৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে ন্যূনতম ৪.০ শতাংশ এবং দৈনিক ভিত্তিতে ন্যূনতম ৩.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদ জমা হার (CRR) পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। মেয়াদি আমানত গ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বিসাপ্তাহিক ভিত্তিতে গড়ে দৈনিক ১.৫ শতাংশ হারে সিআরআর সংরক্ষণ করতে পারবে। তবে, সংরক্ষণের পরিমাণ কোন দিনই ১.০০ শতাংশ এর কম হতে পারবে না।
- কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ঘোষিত বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়নে মুদ্রাবাজারে তারল্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুতর করার লক্ষ্যে ৩৬০ দিন মেয়াদি বিশেষ রেপো (পুনঃক্রয় চুক্তি) প্রচলন করা হয়েছে। এছাড়া, রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৪.৭৫ শতাংশে এবং রিভার্স রেপো রেট ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৪.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

আর্থিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে একটি নিরাপদ ও দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক, কার্যকর ও পুঁজি গঠনে সহায়ক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৫.৪-এ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম সংযোজনী ৫.৫-এ উল্লেখ করা হলো।

পুঁজি বাজার

পুঁজি বাজারের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) আইন ও বিধিবিধান সংস্কারসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে বিএসইসি কর্তৃক গৃহীত কতিপয় কার্যক্রম সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

- বিএসইসি ১৯ জুলাই ২০২১ তারিখে ব্যাংকার সার্টিফিকেট দাখিল ও পরিশোধিত মূলধন উত্তোলন সম্পর্কিত বিষয়ে কিছু নতুন ধারা সন্নিবেশিত করে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০১৫ এর ফিক্সড প্রাইস পদ্ধতি এবং বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে সিকিউরিটিজের বিতরণ সম্পর্কে কয়েকটি সংশোধনী আনে।
- কমিশন স্টক এক্সচেঞ্জের সূচকের সাথে যুক্ত করে মার্জিন লোন এর সর্বোচ্চ সীমায় সংশোধনী আনয়ন পূর্বক ১২ আগস্ট, ২০২১ তারিখে মার্চেন্ট ব্যাংকার্স ও পোর্টফোলিও ম্যানেজারদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে।
- কমিশন ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সুকুকসহ যেকোন ডেট সিকিউরিটিজ বা ইসলামিক শরিয়াহ ভিত্তিক সিকিউরিটিজের ট্রাস্টির কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য ট্রাস্টির পেশাদার দল, ট্রাস্টির এক্সপোজার সীমা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়নের জন্য এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।
- কমিশন ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ, ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC) মার্কেটে লেনদেনকারী কোম্পানিসমূহ, ছোট মূলধন প্ল্যাটফর্ম (Small Capital Platform) এ তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত হবে এমন কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের বিকল্প ট্রেডিং বোর্ডের (Alternative Trading Board) এর কোম্পানির স্থানান্তর/মাইগ্রেশন, ট্রেডিং, ক্লিয়ারিং এবং সেটেলমেন্ট, মানি অ্যাডজাস্টমেন্ট, মার্জিন এবং সার্কিট ব্রেকার সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
- কমিশন মার্জিন রুল, ১৯৯৯ এর আওতায় ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখের জারীকৃত নির্দেশনার মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জের TREC হোল্ডারদের ১:০.৮০ হারে লোন দেয়ার অনুমতি প্রদান করে। অর্থাৎ যেসকল তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূল্য-আয় অনুপাত (P/E) ৪০ এর নীচে সেসকল কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ মার্জিন বা জমার বিপরীতে ট্রেক হোল্ডারগণ তাদের অনুমোদিত গ্রাহকদেরকে লোন প্রদান করতে পারবে।
- কমিশন জেড ক্যাটাগরিভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে মার্জিন লোন সুবিধা প্রদানের বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করে ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে একটি নির্দেশনা জারি করে। এ বিধিমালার আওতায় কোন স্টক ব্রোকার তার অনুমোদিত গ্রাহকদেরকে নতুন তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন শুরুর পর প্রথম ৩০ দিনের মধ্যে মার্জিন লোন সুবিধা প্রদান করতে পারবে না। জেড ক্যাটাগরিভুক্ত কোম্পানির ক্যাটাগরি উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে উন্নীতকরণের দিন থেকে ৭ দিন পর উক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের জন্য মার্জিন লোন সুবিধা প্রদান করা যাবে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্কেট মেকার) বিধিমালা, ২০১৭-এর সংশোধনীগুলি ২৪ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অ্যাসেট-ব্যাকড সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধনীগুলি ২৪ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ডিপোজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধান, ২০০৩-এর সংশোধনীগুলি ২২ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ডিপোজিটরি রেগুলেশন, ২০০০-এর সংশোধনীগুলি ২২ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে।
- কমিশন ৩০ জুন ২০২১ তারিখে এক নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা,

১৯৯৬, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বাজার সৃষ্টিকারী) বিধিমালা, ২০১৭ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটেলমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭ এর মধ্যে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের ফি এর পরিমাণ ও জমা দেয়ার পদ্ধতির সংশোধন করে।

বিএসইসি বাংলাদেশে একটি বহুমুখী ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গড়ে তোলার লক্ষ্যে বন্ড মার্কেটের উন্নয়নে কাজ করছে। বন্ডে বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে, বিএসইসি সুকুক বন্ড সহ বিভিন্ন ধরণের বন্ড ইস্যুর সম্মতি দিতে শুরু করেছে। সুকুক একটি শরীয়াহ ভিত্তিক গ্রীন বন্ড, যা জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের অর্থায়নে ব্যবহার করা হচ্ছে। ৮ জুলাই ২০২১ তারিখে প্রথম কর্পোরেট সুকুক ইস্যুর সম্মতি প্রদান করা হয়, যার লেনদেন শুরু হয় ২০২২ সালের ১৩ জানুয়ারি। এছাড়াও ২ মে ২০২১ তারিখে কমিশন কর্তৃক ২ টি মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান কে প্রথম গ্রীন বন্ড ইস্যুর সম্মতি প্রদান করা হয়।

বাজার পরিস্থিতি

২০২০-২১ অর্থবছরের শুরুতে ঢাকা ও চট্রগ্রাম এই উভয় বাজারের মূল্যসূচক বৃদ্ধি পায়। তবে অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে মূল্যসূচকে কিছুটা অস্থিরতা (volatility) পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২১ সালের জুন মাসের ৬০৯টি থেকে বেড়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ৬২২ টি তে দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫০,৫৩৫.৫০ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০২১ এর তুলনায় ৭.৭৩ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫১৪,২৮২.১৩ কোটি টাকা, যা ৫.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৫৪৩,৭১৯.২৫ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০২১ সালের জুন শেষে ছিল ৬,১৫০.৪৮ পয়েন্টে যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ৯.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬,৭৩৯.৪৫ পয়েন্ট। ডিএসই'র মূল্য-আয় অনুপাত (P/E) ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ দাঁড়ায় ১৬.১৫-এ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে (ফেব্রুয়ারি ২০২১) ছিল ১৭.৪১।

সারণি ৫.৭: ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস শেষ	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)
২০১৫-১৬	৫৫৯	১১	১১২৭৪১.০০	৩১৮৫৭৪.৯৩	১০৭২৪৬.০৭	৪৫০৭.৫৮
২০১৬-১৭	৫৬৩	৯	১১৬৫৫১.০৮	৩৮০১০০.১০	১৮০৫২২.২১	৫৬৫৬.০৫
২০১৭-১৮	৫৭২	১১	১২১৯৬৬.৫১	৩৮৪৭৩৪.৭৮	১৫৯০৮৫.১৯	৫৪০৫.৪৬
২০১৮-১৯	৫৮৪	১৫	১২৬৮৫৭.৪৮	৩৯৯৮১৬.৩৮	১৪৫৯৬৫.৫৪	৫৪২১.৬২
২০১৯-২০	৫৮৯	৫	১২৯৯৮১.৪০	৩১১৯৬৬.৯৮	৭৮০৪২.৭৮	৩৯৮৯.০৯
২০২০-২১	৬০৯	১৫	১৩৯৭৩৪.৪০	৫১৪২৮২.১৩	২৫৪৬৯৭.০৪	৬১৫০.৪৮
২০২১-২২*	৬২২	১১	১৫০৫৩৫.৫০	৫৪৩৭১৯.২৫	২৫৫৫৫৪.৭০	৬৭৩৯.৪৫

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। * ফেব্রুয়ারি, ২০২২

লেখচিত্র ৫.৫: ডিএসই'র বাজার মূলধন ও ব্রড ইনডেক্স (ডিইসিএক্স) এর গতিধারা

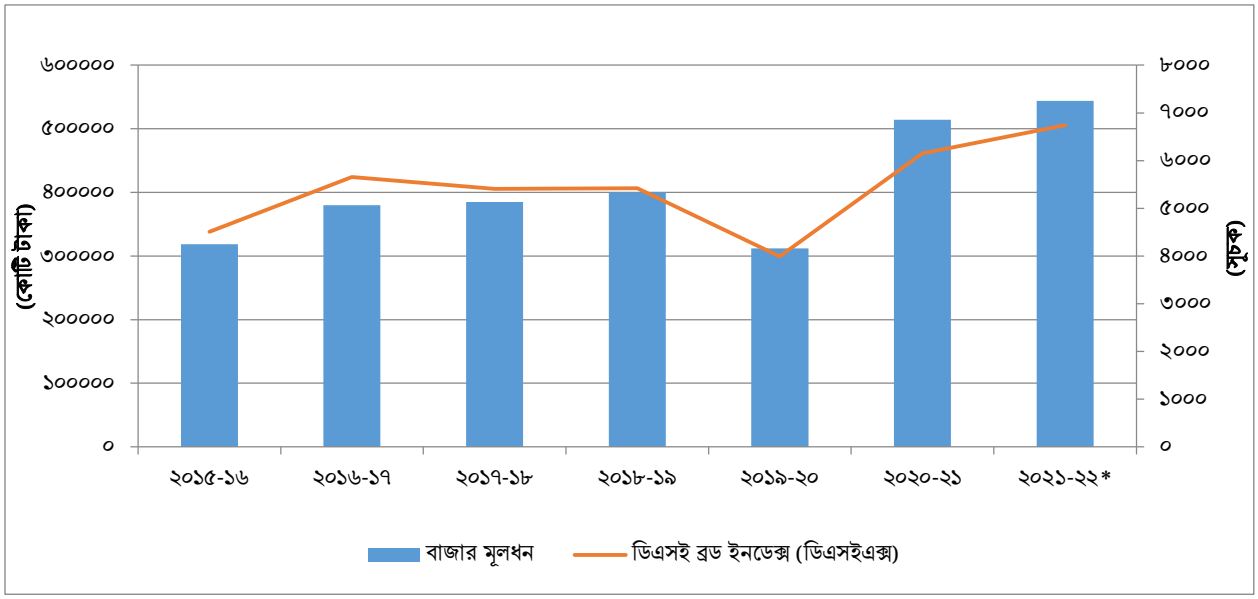

* ফেব্রুয়ারি, ২০২২ শেষে

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২১ সালের জুন মাসের ৩৪৮টি থেকে বেড়ে ২০২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩৭৪টি তে দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৯,৪৩২.৩৮ কোটি টাকা, যা ৩০শে জুন ২০২১ এর ৮৩,৩৬৫.২৬ কোটি টাকার তুলনায় ১৯.২৭ শতাংশ বেশি। ৩০শে জুন ২০২১ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪৩৮,৩৬৫.৩৩ কোটি টাকা, যা ৭.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৪৭০,২৫৫.০৬ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০২১ সালের জুন শেষে ছিল ১৭,৭৯৫.০৪ পয়েন্ট, যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,৬৪১.২৫ পয়েন্টে। সিএসই'র মূল্য-আয় অনুপাত (P/E) ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ দাঁড়ায় ১৭.০৭-এ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে (ফেব্রুয়ারি, ২০২১) ছিল ১৬.৭০।

সারণি ৫.৮: চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা(মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজের লেনদেন এর পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সিএসই সার্বিক সূচক
২০১৫-১৬	২৯৮	১১	৫৬,৬০৭.৬	২৪৯,৬৮৪.৮৯	৭,৭৪৭.১৬	১৩,৬২৩.০৭
২০১৬-১৭	৩০৩	৯	৬০,৬৫৭.২	৩১১,৩২৪.২৯	১১,৮০৭.৫৩	১৫,৫৮০.৩৭
২০১৭-১৮	৩১২	১২	৬৫,৪০৫.৯১	৩১২,৩৫২.১৭	১০,৯৮৫.০৬	১৬,৫৫৮.৫
২০১৮-১৯	৩২৬	১৬	৭১,২৮৯.৪৩	৩২৯,৩৩০.২৮	৮,৪৮০.১৩	১৬,৬৩৪.২১
২০১৯-২০	৩৩২	৪	৭৩,৫৮৯.৭৬	২৪৪,৭৫৬.৭১	৫৩,০৭.৮১	১১,৩৩২.৫৮
২০২০-২১	৩৪৮	১৪	৮৩,৩৬৫.২৬	৪৩৮,৩৬৫.৩৩	১১,৬৯১.৩৮	১৭,৭৯৫.০৪
২০২১-২২*	৩৭৪	১২	৯৯,৪৩২.৩৮	৪৭০,২৫৫.০৬	৯,৬৬৯.২৪	১৯,৬৪১.২৫

উৎসঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে

লেখচিত্র ৫.৬: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সার্বিক সূচক এর গতিধারা

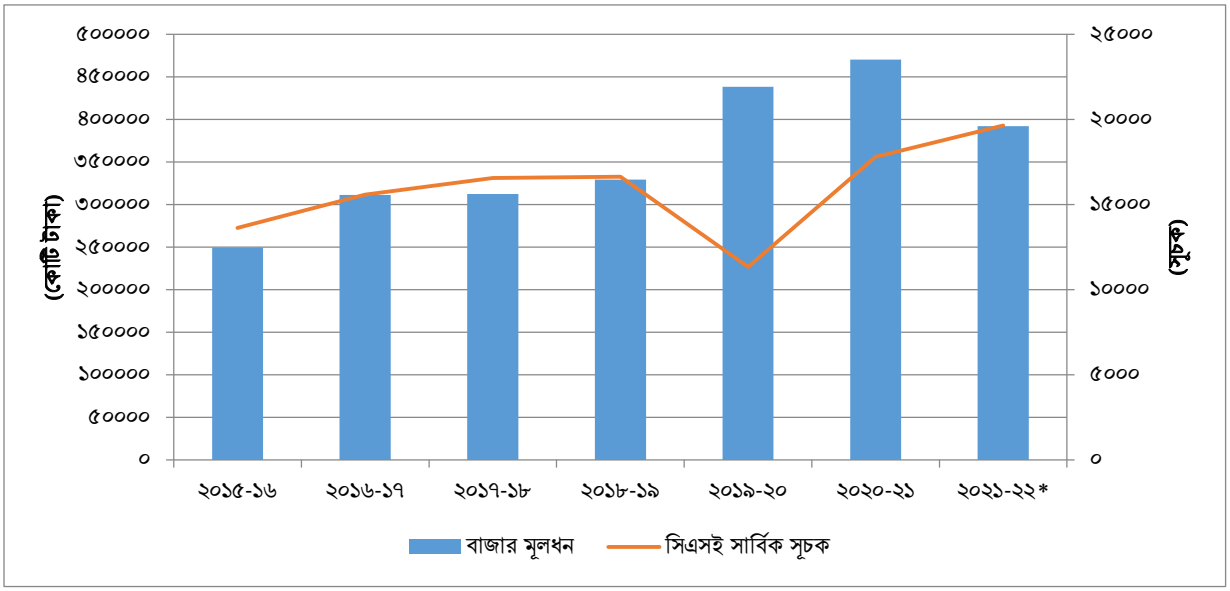

*ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে

সংযোজনী

সংযোজনী ৫.১
আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)

প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় উন্নয়নশীল একটি দেশের এগিয়ে চলার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি অন্যতম হাতিয়ার। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ন্যূনতম ১০/৫০/১০০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে কৃষক, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র কারখানার কারিগর, তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, সকল প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ) ব্যক্তিসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডে একীভূত ১১১টি পূর্বতন ছিটমহলবাসীরা যেন ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খুলতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বাংলাদেশে কর্মরত সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, পাশাপাশি ব্যাংকগুলো যাতে হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য কোনরূপ সার্ভিস চার্জ বা ফি আদায় না করে সে মর্মেও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এ খাতে প্রায় ২.৭৩ কোটি হিসাব খোলা হয়েছে।
- আর্থিক সেবাবঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডকে বিস্তৃত করার পাশাপাশি উক্ত হিসাবগুলো সচল রাখার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হিসাবধারীদেরকে সহজতর শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে গঠিত ২০০.০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলটি পুনর্গঠন করে ৫০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ তহবিল হতে একজন গ্রাহক বার্ষিক ৭ শতাংশ হারে এককভাবে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ এবং দলগতভাবে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত এ স্কীমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৪৭.৩৪ কোটি টাকা।
- পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যাংকে জমাকরণ ও তাদের ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্য ২০১৪ সালে চালুকৃত ১০ টাকার বিশেষ হিসাব খোলার নীতিমালাটি শিথিল করে ইতিপূর্বে পিতামাতা (Biological Parents) থাকা সত্বেও পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও মনোনীত প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার বিষয়টি পরিবর্তন করে বর্তমানে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর এবং তাদের পিতামাতার যে কোন একজন এর যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । তবে, সংশ্লিষ্ট এনজিও মনোনীত প্রতিনিধি সমগ্র বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের নামে খোলা হিসাবের সংখ্যা এবং উক্ত হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯,৪০৫টি এবং ৩৯.৫৪ লক্ষ টাকা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় জনসাধারণের কাছে ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয় সাশ্রয়ী করার পাশাপাশি গ্রামীণ অঞ্চল যেখানে লাভজনকভাবে প্রচলিত ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভবপর নয় এবং ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সেবা সরবরাহ সুবিধাজনক করার নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আলোচ্য কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে এর অনুমোদন ও পরিচালনার জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৭ তে একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৯টি ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ২৯টি ব্যাংকই মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত উক্ত ২৯টি ব্যাংক ১৩,৯৫২টি এজেন্ট কর্তৃক ১৯,২৪৭টি আউটলেটের আওতায় ১,৪০,৪৭,৪৯১টি হিসাবের মাধ্যমে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে।
- দেশের অর্থনীতিতে অনিবাসী বাংলাদেশীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড' পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ১৬৮ জন ব্যক্তি ও ৩১টি প্রতিষ্ঠানকে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে, ২০১৯ সালে 'বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮' এর আওতায় ২৭ জন রেমিটার (৮ জন সাধারন পেশাজীবী, ১০ জন

বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী ও ৯ জন ব্যবসায়ী), ৩টি অনিবাসি বাংলাদেশি মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউস এবং ৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ও প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার পাশাপাশি তাদের মাঝে শৈশব থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং প্রবর্তন করে। এ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সারা দেশের প্রতিটি জেলায় লিড ব্যাংক পদ্ধতিতে 'স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স' শিরোনামে আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচী (Financial Literacy Campaign) পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৬ সাল হতে প্রবর্তিত এসব স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স এ আর্থিক শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও ডকুমেন্টারি, প্রেজেন্টেশন, কুইজ প্রতিযোগিতা ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে আর্থিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস চালানো হচ্ছে।
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গুণগত আর্থিক সেবার প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে বিশ্বের নীতিনির্ধারকদের ক্ষমতায়নে বিশ্বব্যাপী একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে 'অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই)'। বর্তমানে বিশ্বের ৮৯টিরও বেশি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান এ সংস্থার সদস্য। ২০০৯ সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয় এএফআই'র পরিচালনা পর্ষদের একজন অন্যতম সদস্য এবং ২০১৭ থেকে ২০১৯ মেয়াদে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ার পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১১ সালে মেক্সিকোর মায়া তে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল পলিসি ফোরাম এ প্রথমবারের মত মায়া ডিক্লারেশন অঙ্গীকারের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণে নানাবিধ লক্ষ্যমাত্রা প্রদান ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বাংলাদেশসহ এএফআই'র অন্যান্য সদস্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর নতুন লক্ষ্যমাত্রা প্রদান ও পূর্ববর্তী লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে চলেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সালে এএফআই পলিসি অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১৫ সালে এএফআই মেম্বার জোন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এছাড়া, আর্থিক সেবাভুক্তিতে নারীদের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৯ সালে রুয়ান্ডা এর কিগালী তে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল পলিসি ফোরাম এ এএফআই'র জেন্ডার ইনক্লুশন অ্যাম্বাসেডর নির্বাচিত হয়েছে।
- সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের জন্য একটি আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালা প্রণয়ন, আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক কন্টেন্ট ও ওয়েবসাট তৈরী করা এবং আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক অ্যানিমেটেড ভিডিও নির্মাণের লক্ষ্যে অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই) এর সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক 'Striving for a Financially Literate Society' নামক একটি প্রকল্প জুন ২০২২ এর মধ্যে বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- জামানত যোগ্য সম্পদের সংস্কারের মাধ্যমে স্থানান্তরযোগ্য বা অস্থাবর সম্পদের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এর সমন্বিত উদ্দ্যোগে 'Secured lending and movable collateral reform in Bangladesh' নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- নভেল করোনাভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবে গ্রামীণ এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের আয়বর্ধক কর্মকান্ড সচল রাখার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI)-এর মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ৩,০০০ কোটি টাকার ৩ বছর মেয়াদি একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। ২৮ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে জারিকৃত এফআইডি সার্কুলার নং-০২/২০২১ মোতাবেক তফসিলি ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) লিংকেজে এবং ব্যাংকের শাখা-উপশাখার মাধ্যমে এ তহবিলের সুবিধাভোগীদেরকে ঋণ পৌঁছে দিচ্ছেন। সরাসরি ব্যাংকের গ্রাহকরা ৭ শতাংশ সুদে এবং MFI এর গ্রাহকরা ৯ শতাংশ সুদে এ তহবিল হতে ঋণ পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশ ব্যাংক এ তহবিলের বিপরীতে ব্যাংকসমূহের নিকট হতে ০.৫০ শতাংশ সুদ নিয়ে থাকে এবং ব্যাংকসমূহ MFI এর নিকট হতে ৩.০ শতাংশ সুদ নিয়ে থাকে। এ তহবিলের আওতায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৫ লক্ষের অধিক সুবিধাভোগী প্রায় ২,৩৭৫ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এ তহবিলের সুবিধাভোগীদের প্রায় ৯০ শতাংশ নারী ঋণগ্রহীতা।

সংযোজনী ৫.২
বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের শক্তিশালী অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ মেয়াদে 'ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ২,৭৮১.৭৯ কোটি টাকা (৩৫০.০০ মিলিয়ন মাঃ ডঃ) যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৩৮৭.১৭ কোটি টাকা (৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং প্রকল্প সাহায্য ২,৩৯৪.৬২ কোটি টাকা (৩০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

প্রকল্পটির মেয়াদকালে ৩টি প্রধান কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হয়েছে। কম্পোনেন্টগুলো হল- (ক) আর্থিক বাজারের অবকাঠামোকে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অনুরূপ পর্যায়ে উন্নীতকরণ, (খ) ব্যাংকিং খাতে তত্ত্বাবধান ও প্রবিধির আন্তর্জাতিক মান পরিপালনের নিমিত্তে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং (গ) দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন বাজার খাতে আর্থিক বাজার উন্নয়নের জন্য অনুঘটন/উদ্দীপনা সরবরাহকরণ। এফএসএসপি'র আওতায় ৩টি প্রধান কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

এ কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের আর্থিক তথ্য-প্রযুক্তি খাত আরো জোরদারকরণ, বিশেষতঃ (ক) পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ; বিশেষতঃ সরকারি পরিশোধ ব্যবস্থা, (খ) ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর সরবরাহকৃত তথ্যের মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র-ঋণ তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে ঋণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন, (গ) বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিতকরণ। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং, আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং নীতি ও প্রবিধি, ব্যাংকিং তত্ত্বাবধান, তথ্য-প্রযুক্তি, মানব-সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বিশেষায়িত ক্ষেত্রে সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় বিভিন্ন পদে ৪ জন উপদেষ্টা তাঁদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন এবং ৯টি আইটি প্যাকেজ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে একটি মূল ডাটা সেন্টার এবং মিরপুরের বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে একটি নিয়ার ডাটা সেন্টার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে একটি ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

২. প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে সমন্বিত ঝুঁকি ভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রবর্তন এবং তা আত্মীকরণে নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রচলিত বিধি নির্ভর তত্ত্বাবধান পদ্ধতি থেকে অধিক কার্যকরী ঝুঁকি ভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রবর্তনে এ কম্পোনেন্ট সহায়তা করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা অর্জনে এবং নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জুন ২০১৯ এ একটি ব্যাংক সুপারভিশন স্পেশালিস্ট সংস্থা নিযুক্ত হয়েছিল। সংস্থাটি ডিসেম্বর ২০২০ এ তার মেয়াদ শেষ করেছে এবং বাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন (বিসিবিএস) এর সুপারিশ অনুসারে কার্যকর রিস্ক বেজড সুপারভিশন (আরবিএস) প্রবর্তনের জন্য বেশ কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করেছে। এই সুপারিশগুলির সাহায্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলির মাইক্রো ও ম্যাক্রো আর্থিক ঝুঁকির উপর তদারকি কার্যকারিতার একটি সম্পূর্ণ পর্যালোচনা পরিচালনা করতে পারবে। ইতোমধ্যে ফার্মটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য রিস্ক বেজড সুপারভিশন (আরবিএস) এর উপর একাধিক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে।

৩. উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা প্রদান

বর্তমান আর্থিক বাজার কাঠামোর অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে দেশের উৎপাদনশীল খাতের দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ চাহিদা পূরণের অপর্যাপ্ত উৎস যা অপেক্ষাকৃত স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন দ্বারা দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ চাহিদা মেটানোর পরিবেশ তৈরি করছে এবং এর ফলে ব্যাংক এবং বিনিয়োগকারী উভয়ের জন্যই সমস্যা সৃষ্টি করছে। উৎপাদনশীল খাতে প্রযুক্তি এবং উৎপাদনগত উৎকর্ষতা সাধন এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত মান চর্চার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের চাহিদা রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আলোচ্য" কম্পোনেন্টের আওতায় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Participating Financial Institutions-পিএফআই) মাধ্যমে নির্ধারিত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনশীল খাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং/অথবা আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পিএফআইসমূহ এবং ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, ৩১টি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং মোট ৫৬টি প্রতিষ্ঠানে ২৭৫.২৬ মিলিয়ন মাঃ ডঃ ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সংযোজনী ৫.৩
ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন

সুসংহত ও ঝুঁকি সহনশীল ব্যাংকিং খাত বিনির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় মূলধন সংরক্ষণ ও তারল্যের মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ডিসেম্বর ২০১৯ সালে তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়। এতদপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক বাসেল কাঠামো বাস্তবায়নের আওতায় ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে রোডম্যাপসহ মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স জারি করে। ব্যাংক খাতকে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদানের পাশাপাশি এর ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানো এবং ব্যাংকসমূহকে একক ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যত ব্যাংকিং খাতে উদ্ভূত আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুত করাই ব্যাসেল-৩ এর মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণপূর্বক তাদের ঝুঁকির প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনা করে ন্যূনতম ও পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করে।

ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় ব্যাংকসমূহের জন্য সংরক্ষিতব্য মূলধনের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি মূলধনের গুণগত মান বাড়ানোর উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম মূলধনের কমপক্ষে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করতে হয় যার মধ্যে Tier-1 মূলধন ৬ শতাংশ। ব্যাংকসমূহ ব্যাসেল-৩ এর আওতায় ন্যূনতম মূলধনের অতিরিক্ত হিসেবে আপদকালীন সুরক্ষা তহবিল (Capital Conservation Buffer) সংরক্ষণ করে। এই বাফার সংরক্ষণ ২০১৬ সাল হতে ০.৬২৫ শতাংশ হারে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০১৯ সালে তা ২.৫ শতাংশ হারে নির্ধারিত হয়েছে। অতিরিক্ত ঋণ প্রবৃদ্ধির সময়কালীন ব্যাংক খাতকে রক্ষার জন্য ব্যাসেল-৩ এর macroprudential খাত বিশেষতঃ ঝুঁকিরোধক মূলধন তহবিল (counter cyclical capital buffer) এখন পর্যন্ত চালু করা হয়নি।

ব্যাংকিং খাতে Internal Ratings Based (IRB)-অ্যাপ্রোচ এর দিকে ধাবিত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক 'Guidelines on Internal Credit Risk Rating System (ICRRS)' সম্পর্কিত সার্কুলার জারি করে এবং ব্যাংকসমূহের ঋণঝুঁকির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে এতদসংশ্লিষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল মডেল' প্রস্তুত করে। পাশাপাশি, কোভিড-১৯ এর প্রভাব বিবেচনায় গৃহীত Stimulus package এর আওতায় ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ICRRS এর মানদন্ড পরিপালন হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২১ সালের গ্রাহকের ক্রেডিট রিস্ক রেটিং সম্পাদনে ২০২০ এবং ২০১৯ সালের মধ্যে যে কোন এক সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনায় নেয়া যাবে মর্মে ব্যাংকসমূহকে অবহিত করা হয় এবং ICRRS এর Quantitative এবং Qualitative পরিমাপকের মানদন্ড সংশোধনপূর্বক কিছুটা শিথীলতা আনয়ন করা হয়।

ব্যাসেল-৩ এর আলোকে তফসিলি ব্যাংকসমূহ মার্চ, ২০১৫ হতে মূলধন পর্যাপ্ততার প্রতিবেদন/বিবরণী দাখিল করছে। ডিসেম্বর, ২০২১ সাল শেষে ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CRAR) ১১.৭৮ শতাংশ এবং Common Equity Tier 1 (CET1) অনুপাত ৭.২৯ শতাংশ পরিলক্ষিত হয় যা সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে প্রয়োজনীয় ব্যাসেল-৩ নীতিমালার ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত পরিপালিত হয়েছে। তবে, ৬০টি ব্যাংকের মধ্যে এককভাবে ১০টি ব্যাংক ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণের হার তথা CRAR এবং ৯টি ব্যাংক CET1 পরিপালন করতে সক্ষম হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাসেল-৩ এর পিলার ২ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলির Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) বাস্তবায়নে কাজ করছে। ICAAP এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো তাদের সকল বস্তুগত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ/নিজস্ব পদ্ধতি এবং কৌশল বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক Supervisory Review Evaluation Process (SREP) পরিদর্শনকালে ব্যাংকগুলোর ICAAP রিপোর্ট পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ করে।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিগত দুই বছর পিলার ২ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান অংশ SREP Dialogue আয়োজন করা সম্ভবপর হয়নি। তবে, পিলার-২ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। ব্যাংকগুলোর সাথে বিগত তিন বছরের (২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ ভিত্তিক) অনুষ্ঠিত সভার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পিলার ২ ঝুঁকিসমূহের Residual Risk (যা মূলত ঋণের Documentation Error হতে উদ্ভূত) এর বিপরীতে সংরক্ষিত মূলধনের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ। এর বাইরে প্রধানত Strategic Risk ও Core Risk এর গুণগত ব্যবস্থাপনা ছিল ব্যাংকগুলোর জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয়।

সংযোজনী ৫.৪
পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

আর্থিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে একটি নিরাপদ ও দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক, কার্যকর ও পুঁজি গঠনে সহায়ক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ব্যাংক আপামর জনসাধারণকে নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক লেনদেন ও নিষ্পত্তি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য ৩টি ইন্টার অপারেবল পরিশোধ ব্যবস্থা যথাঃ বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS), বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) ও ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB) বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া, স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় উচ্চ মূল্যের লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে (Real time) নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (BD-RTGS) স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে BACPS পরিশোধ ব্যবস্থায় দেশের যে কোন প্রান্ত হতে উপস্থাপিত চেক ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে, BEFTN ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের ক্রেডিট ট্রান্সফার, যেমন-বেতন ভাতাদি, বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স, সামাজিক নিরাপত্তা, সঞ্চয়পত্রের আসল ও মুনাফা, কোম্পানী ডিভিডেন্ড, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস্ EFT ক্রেডিট এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয় এবং একই সাথে ইউটিলিটি বিল পেমেন্টস, ঋণ প্রদান, ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম, কর্পোরেট টু কর্পোরেট পেমেন্টস্ EFT ডেবিট এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এছাড়া, NPSB এর মাধ্যমে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিকভাবে ২৪/৭ এটিএম (ATM) বা পিওএস (POS) লেনদেন সুবিধা ভোগ করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) BACPS-এর ব্যবস্থায় উচ্চমূল্যের চেকের মাধ্যমে প্রায় ৭.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা এবং নিয়মিত মূল্যের চেকের মাধ্যমে প্রায় ৪.৩২ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়। একই সময়কালে BEFTN ব্যবস্থায় ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্দেশে প্রায় ২.৭৭ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) NPSB ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ২৯.০৬ হাজার কোটি টাকার লেনদেন এবং BD-RTGS এ প্রায় ১৩.৫৫ লক্ষ কোটি টাকা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

Alternative Payment Channels হিসাবে ব্যাংকিং খাতে ৯টি ব্যাংক ও ৩টি ব্যাংকের ২টি সাবসিডিয়ারি অঙ্গসংস্থা, মোবাইল ফোন প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) প্রদান করছে। এ সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স এর অর্থ বিতরণ, এজেন্ট/ব্যাংক শাখা/এটিএম/মোবাইল অপারেটর আউটলেট এর মাধ্যমে অর্থ আদান প্রদান/ লেনদেন, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, বেতন-ভাতা পরিশোধ, দুস্থ, বিধবা, বয়স্ক ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রদান, ব্যক্তিগত লেনদেন, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম গ্রহণ প্রভৃতি সেবা প্রদান করে থাকে। অব্যাংক পরিশোধ সেবাদানকারীরাও ব্যাংকের ন্যায় গ্রাহকদের অনুরূপ এবং আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর আওতায় ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ১১,২৩,১১৩ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১১.১৫ কোটি যার মধ্যে সক্রিয় হিসাবের সংখ্যা প্রায় ৪.১১ কোটি। ডিসেম্বর ২০২১ মাসে গড়ে প্রতিদিন লেনদেনের পরিমাণ ছিল ২.৩০ হাজার কোটি টাকা।

ই-কমার্স বা অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক Payment Systems Operator (PSO) হিসেবে অদ্যাবধি ৬টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে যারা, Payment Gateway ও Payment Aggregator সেবা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশাপাশি E-Wallet সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে পাঁচটি অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে পিএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম এর সুবিধা জনগণের নিকট অধিক সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে White Label ATM and Merchant Acquiring Services (WLAMA) ও 'Bangla QR' কোড ভিত্তিক পেমেন্ট পরিচালনা করার গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। তদুপরি, বাংলাদেশ ব্যাংক শ্রম নির্ভর অতিক্ষুদ্র/ভাসমান উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রান্তিক পণ্য বিক্রেতা ও সেবা প্রদানকারীদের জন্য ন্যূনতম কাগজপত্র নিয়ে সহজে 'ব্যক্তিক রিটেইল হিসাব'খোলার সুযোগ তৈরী করেছে। ই-কমার্স বাজারে শৃঙ্খলা ও ভোক্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অগ্রিম অর্থ প্রদানের বিপরীতে বাজার থেকে অনলাইন কেনাকাটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এসক্রো (escrow) ব্যবস্থাও চালু করেছে। এছাড়া পেমেন্ট সিস্টেমের বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে লেনদেনের সেতু তৈরির লক্ষ্যে Interoperable Digital Transactions Platform (IDTP) বাস্তবায়নের প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। IDTP বাস্তবায়িত হলে এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে গ্রাহকরা একটি Application Processing Interface (API) এর অধীনে সমস্ত ডিজিটাল পেমেন্ট পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

সংযোজনী ৫.৫
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে এবং এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য শেল ব্যাংকের (Shell Bank) সাথে সম্পর্ক স্থাপন না করার বিষয়ে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অর্থবছরে বিএফআইইউ বিভিন্ন ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ২,৩২,১৭,৩১৫টি নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) পেয়েছে এবং বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে ৫,৩১২টি সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট (STR/SAR) পেয়েছে। প্রাপ্ত STR/SAR-সমূহ বিএফআইইউ কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদন্ত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন-প্রয়োগকারী সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০২১ সালের মার্চ মাসে এ ইউনিট সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সাথে পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে, সর্বমোট ৭৮টি দেশ এবং অঞ্চলের সাথে এ ইউনিটের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সমঝোতা স্মারকসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে এ ইউনিটের তথ্য আদান প্রদানের নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে।
- বিএফআইইউ ব্যাংকসহ অন্যান্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা, আইন-প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারককারী সংস্থার কর্মকর্তাগণের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, বিএফআইইউ বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করেছে।
- এ ইউনিটের চাহিদা এবং আইএমএফ এর Technical Assistance/ Capacity Development প্রদানের বর্তমান আওতা বিবেচনাপূর্বক বাংলাদেশের AML/CFT Supervisory Framework এর বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার নিমিত্ত আইএমএফ বিগত ২৫/০৮/২০২১ তারিখ হতে ২৮/০৮/২০২১ পর্যন্ত একটি Virtual Scoping Mission আয়োজন করে। উক্ত Virtual Mission এর ফলাফলের ভিত্তিতে আইএমএফ ২০২২ সালে বিএফআইইউ এর জন্য Banking Sector এর AML/CFT Supervision বিষয়ে একটি Technical Assistance প্রকল্প শুরু করবে বলে আশা করা যায়।
- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের লক্ষ্যে বিএফআইইউ বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা; যেমন- এপিজি, এগমন্ট গ্রুপ, এফএটিএফ, বিমসটেক, ইউএনওডিসি, আনকাক, এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইএমএফ এর মতো সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিএফআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ ২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লিখিত সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন বিদেশি এফআইইউ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে।
- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ এর মূল উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ এবং বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিস্থিতি উন্নত করার পাশাপাশি আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএফআইইউ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় বিশ্ব অর্থনীতির মতো বাংলাদেশেও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ই-কমার্স খাতে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। ই-কমার্স, মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) এবং ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসায়ের নামে অর্থ আত্মসাৎ এবং আর্থিক জালিয়াতির মতো অপরাধসমূহের বিস্তার ঘটেছে। বিএফআইইউ সফলভাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক লেনদেন বিশ্লেষণপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় প্রেরণ করেছে। বিএফআইইউ এর গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার এ খাতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।